দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 0 9 DEC 1996
পৃষ্ঠা … কলাম …

প্রধানমন্ত্রী সকাশে প্রতিনিধিদল

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের ন্যায়সঙ্গত দাবী বিবেচনার আশ্বাস

বাসস ॥ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির ১১ সদস্যের একটি প্রতিনিধিদল গতকাল (রবিবার) প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সহিত তাঁহার কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেন। সমিতির সভাপতি অধ্যাপক এ, টি, এম, জহুরুল হক প্রধানমন্ত্রীকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরাজমান বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে অবহিত করেন। ইহা ছিল প্রধানমন্ত্রীর সহিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির প্রতিনিধিদলের প্রথম আনুষ্ঠানিক বৈঠক। প্রতিনিধিদল প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

(১১শ পৃ: ৫-এর ক: দ্র:)

আশ্বাস

(১ম পৃ: পর)

ও তাঁহার সরকারকে অভিনন্দন জানান এবং তাঁহাকে সর্বপ্রকার সহযোগিতার আশ্বাস দেন।

প্রধানমন্ত্রীর নিকট পেশকৃত এক স্মারকলিপিতে সমিতির সাধারণ সম্পাদক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মেধাবী ও নিবেদিত শিক্ষক লুবান আহমদের হত্যাকারীদের বিচারসহ ১৫-দফা দাবী উত্থাপন করেন। এইসব দাবীর মধ্যে রহিয়াছে শিক্ষকদের জন্য ২০০ নয়া ফ্ল্যাট নির্মাণ, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের জন্য নূতন ও পৃথক বেতন স্কেল, ৫০ শতাংশ মহার্ঘ ভাতা, বর্ধিত বাড়ী ভাড়া ভাতা এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি হাউজিং সোসাইটির জন্য জমি বরাদ্দ। ইহাছাড়া শিক্ষক সমিতি ক্যাম্পাসের বাহিরে বসবাসরত শিক্ষকদের যাতায়াতের সুবিধার্থে ৬টি মাইক্রোবাস প্রদান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় চিকিৎসা কেন্দ্রকে একটি পূর্ণাঙ্গ হাসপাতালে রূপান্তর এবং সমিতির সদস্যদের প্রয়োজনে বিদেশে চিকিৎসার জন্য আর্থিক সাহায্যের সুবিধার্থে প্রস্তাবিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি কল্যাণ তহবিলে সরকারী ডোনেশন প্রদানের অনুরোধ জানান। সমিতির পক্ষ হইতে বঙ্গবন্ধুর সময়ে চালু বিদেশে উচ্চতর শিক্ষার জন্য স্কলারশীপ পুনরায় প্রবর্তন, অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের স্কলারশীপ ও ফেলোশীপের যুক্তিসঙ্গত বরাদ্দ এবং উচ্চতর শিক্ষা ও গবেষণা ক্ষেত্রে অবকাঠামো উন্নয়নে থোক বরাদ্দেরও দাবী জানান হয়।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, সম্পদের সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও তাহার সরকার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের ন্যায়সঙ্গত দাবী বিবেচনার চেষ্টা করিবে। তিনি জানান, তিনি এ ব্যাপারে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সহিত এবং মন্ত্রীসভার বৈঠকে আলোচনা করিয়া সমিতির দাবী-দাওয়া পূরণে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন। শেখ হাসিনা লুবান আহমদ হত্যার তীব্র নিন্দা করিয়া অপরাধীদের খুঁজিয়া বাহির করার এবং দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দানের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের আশ্বাস দেন। তিনি সমিতি সদস্যদের বলেন, "আমি এ বিষয়টি দেখার এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে বলিব।" প্রধানমন্ত্রী শিক্ষকদের আশ্বাস দিয়া বলেন, আবাসিক সমস্যা সমাধানের জন্য পর্যায়ক্রমে আবাসিক ভবন নির্মাণ করা হইবে। এ প্রসঙ্গে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বেদখল হইয়া যাওয়া বিপুল পরিমাণের জমি পুনরুদ্ধারের প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। প্রধানমন্ত্রী গণতন্ত্রের আন্দোলনে বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখার জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের অভিনন্দন জানাইয়া দেশ গড়ার কর্মকাণ্ডে তাহাদের সাহায্য-সহযোগিতা কামনা করেন। তিনি শিক্ষার মান উন্নয়ন সম্পর্কিত বিষয়েও শিক্ষক নেতৃবৃন্দের সহিত বিশদ আলোচনা করেন।

শিক্ষক সমিতি প্রতিনিধিদলের মধ্যে ছিলেন অধ্যাপক শাহাদাৎ আলী, অধ্যাপক এস, এম, ইমামুল হক, অধ্যাপক বজলুল হক, অধ্যাপক আবদুল মান্নান চৌধুরী, অধ্যাপক সৈয়দ গিয়াস উদ্দিন আহমদ, অধ্যাপক এস, আই, খান, ডঃ শহীদ আখতার হোসেন এবং শরিফুল্লাহ ভুঁইয়া। প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব আতাউল হক সেখানে উপস্থিত ছিলেন।